ডানপিটে খাঁদু সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

লালমাটি

ডানপিটে খাঁদু সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

লা ল মা টি

Danpite Khandu Samagra
by
Narayan Debnath

ISBN 978-93-81174-11-1

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১১

প্রকাশক
নিমাই গরাই
লালমাটি প্রকাশন
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
ফোন ২২৫৭ ৩৩০০ / ৯৮৩১০২৩৩২২

গ্রন্থ পরিকল্পনা
শান্তনু ঘোষ

গ্রাফিক্স ডেভলোপার
সুব্রত মাজী
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম ৮০ টাকা

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
আমার গামবুট কোথায় কেস্টদা?
আমি জানি না কেন, কিন্তু তোমার বিজ্ঞানী দাদু ওদুটো তার ল্যাবোরেটারিতে নিয়ে গেছে।
এই যে, খাঁদু! আমি শুধু এতে একটা নতুন আবিষ্কার লাগিয়েছি। এটা পরীক্ষা করে দ্যাখ। ভাসন্ত জুতোর তলা!
দারুণ! এই বুট এখন শুধু ভিজানো থেকেই বাঁচাবে না প্রকৃতপক্ষে এটা আমাকে গভীর জলে ভাসিয়ে রাখবে!
এইরে! আমি অনেক জল চলকে ফেলেছি, আর এদিকে মা এসে গেছে!
খ্যাঁদা!
এই, গোঁদু! আমার সঙ্গে এই জমে থাকা জলে নামবি আয়! তারপর দুজনে একসঙ্গে স্কুলে যাবো!
ঠিক আছে!
আফস! এটা যা দেখতে তার চেয়ে বেশী গভীর!
হোঃ হোঃ! কি মজা!
আয়, গোঁদু! তোকে টেনে তুলতে দে।
আমাকে ছেড়ে দে, শয়তান!
এইরে! তোর বদলে তোর স্কুলব্যাগ টেনে তুলেছি হিঃ হিঃ! এসে এটা নিয়ে যা।
গররর!

বাহ! ব্যাগের জন্যে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ওর মধ্যে আমার স্কুলের কাজ রয়েছে! ফিরে আয় বলছি খাঁদা!
আমি আবার বলছি, খাঁদা! আমার ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে যা!
তুই যদি এটা চাস্ তবে তোকে নিজে এসে এটা নিতে হবে, গোঁদু! হেঃ হেঃ! জানিস তো বই নিয়ে না গেলে স্যার কি রকম ক্ষেপে যান!
ওওহ! জল বেশ ঠান্ডা আর গভীর!
আমি যেমন চমৎকার জলে ভাসছি, গোঁদু, তুই তা পারবি কি?
না! আয় এখান থেকে উঠতে হাত লাগা। আমি কাদায় সেঁটে যাচ্ছি!
গেছি রে!
আমি তোর মতো ভাসতে পারি না, তবে এবার দেখি যদি তুই মাথা দিয়ে ভাসতে পারিস! হেঁইও!
ঝপাস!
হিঃ হিঃ! তোর গামবুট এবার তোকে সাহায্য করলো না, খাঁদা।
আজে বাজে আবিষ্কার না করে এমন জল আবিষ্কার করতে চেষ্টা করো, দাদু, যা ভেজায় না!
মরেছে!
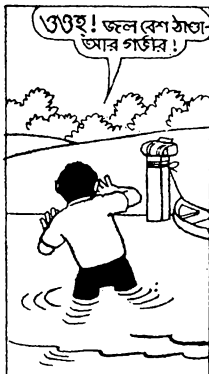
ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
আজ বিকেলে আমি আমার টীমে গোলে খেলবো। এখন আমাকে অবশ্যই কিছু প্র্যাকটিশ্ করতে হবে। মার, টেকো!

এই রে! ফস্কেছি!
অ্যাঃ! তোর আরো প্র্যাকটিশের দরকার!
অ্যাই! আবার আমার গাছ রাখা কাঁচের ঘরে অসাবধানী বুদ্ধু!
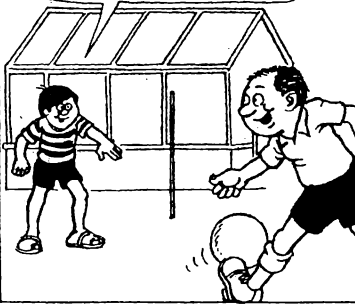
এই দ্যাখ! যদি এই বাগানে বল খেলিস, তবে এটা হাতে পড়বি! মনে হয় ঠিক সময়ের মিনিট পাঁচেক আগেই আমি এটা তৈরি করে ফেলেছি, খাঁদু!
তুমি ঠিকই বলেছো, দাদু!

এই দস্তানা কি হেরফের করবে আমার দেখার ইচ্ছে নেই।
খাঁদা, রেডি?

ইস্! লাথিটা ঠিকমতো লাগলো না!
এই রে! আবার দাদুর কাঁচের ঘরের দিকে!

আরিব্বাস! বলটা বাঁক নিয়ে আবার সোজা আমার হাতেই ফিরে এলো!
আসবেই তো! দস্তানাগুলোতে বেশী শক্তিশালী চুম্বক তন্তু আছে!
থপ!

চুম্বকের শক্তি বলের এই ধাতুর জ্যালবের ওপর কাজ করে। কোন ম্যাচে এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়।

এটা জোচ্চুরী করা হবে! ঠিক আছে, কে কেয়ার করে?

এই দস্তানাগুলো আমাকে পৃথিবীর সেরা গোলরক্ষক বানাতে যাচ্ছে!
উয়ো! ওখানে বলটা কিরকম বাঁক নিলো!
বাসরে! এটা হঠাৎ আমার দিকে দিক পরিবর্তন করলো!
আমি লাথি মেরে এটা আবার আমার টীমের কাছে পাঠিয়ে দি!
উপস! এটাকে কিছুতেই হঠাতে পারছি না! এটা সোজা একেবারে আমার দিকেই আবার ফিরে আসছে! এই দস্তানাগুলো মোটের ওপর একদম ভালো নয়!
আমাকে এগুলি ছাড়াই খেলতে হবে।

এবার আমি দস্তানা ছাড়াই লাথি হাঁকিয়েছি। আরে! ওটা আবার ফিরে আসেছে!

গোল! অথচ আমি বলটা ছুঁইওনি!

অ্যাই! আমি যে তোকে দস্তানা দিয়েছিলাম সেগুলো কোথায়?
আছে কোথাও, যেখানে ওগুলি আমার থেকেও অনেক বেশী তোমাকে উত্ত্যক্ত করবে!

ঝনন!
তোমার কাঁচের ঘরে!
ইঁক! চারপাশের বলগুলিকে ঐ দুটো আকর্ষণ করে আনছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু

আমি এই হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। আমার পক্ষে এটা খুবই কঠিন!
হাঃ! আমিও এক কৌশলগত সমস্যায় পড়েছি!

আমি ভেবেছি আমি কিছু স্প্রের উপাদান আবিষ্কার করেছি যা কাগজকে চকচকে আর সহজেই ছিঁড়ে যাওয়াকে বন্ধ করে।
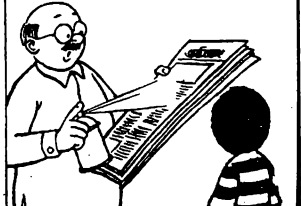
কিন্তু মিশ্রণটাতে কোথাও ভুল হয়েছে! এই দ্যাখ্!
কাগজগুলো ইঁটের মতো শক্ত হয়ে গেছে! হিঃ হিঃ! কী মজা!
দড়াম!

এখন আর হোমওয়ার্কের জন্যে উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। আমি শুধু স্প্রে করার এটা আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো— আহ্! এই যে পরখ করার একটা মওকা!

মরেচে! আমার কমিকটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে!
ওঃ

কেটে পড়, বুদ্ধু কোথাকার, আর সাংঘাতিক কমিকটাও তোর সঙ্গে নিয়ে যা!
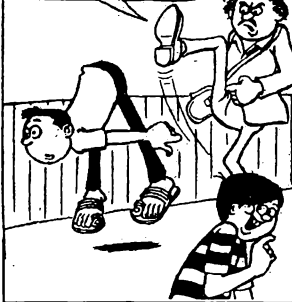
হেড করে বলটা আমার কাছে ফিরিয়ে দে, খেঁদু! যাঃ! তুই কোন কাজের নয়!
ওয়াহ্! আমি এটা আশা করি নি!

খবরের কাগজ পেয়েছি এবার পাল্টা মজা দেখবি!

তুই কি ভেবেছিস খবরের কাগজ দিয়ে আমাকে চোট লাগাবি ?
পারবো না, বলছিস? ভাঁজ করে নিয়ে ওতে একটু স্প্রে করে নেবো।
ইঁয়োফ্! এটা একেবারে এক চাবড়া কংক্রীটের মতো!
ওয়াহ্ !
গদাম!
এটা তোকে শিক্ষা দেবে!
আমি আমার হোমওয়ার্ক করতে পারিনি!
এটা খুবই শক্ত ছিলো!
সবাই আমরা ঝামেলায় পড়বো!
হোম ওয়ার্ক শক্ত কিন্তু আমি তোদের খাতাও এতো শক্ত করে দেবো যে, টিচার খাতা খুলতেই পারবে, না। একবার স্প্রে পাঁচ টাকা!
এরপর আমি!
দুর্দান্ত!
টিচার এবার আসছেন! আমার নিজের খাতাটায় করবার এইমাত্র ফুরসৎ পেলাম।
ছেলেরা তোমাদের হোমওয়ার্কের খাতা দাও।
ঢ্যোই মরেচে! স্প্রের কৌটো যে খালি!
অন্য খাতাগুলি আমি খুলতে পারছিনা—কিন্তু তোরটা দেখতে পারছি তুই কিছুই করিসনি, খাঁদু!
নতুন খাতা না আসা পর্যন্ত অন্য ছেলেরা বাইরে গিয়ে খেলা করতে পারিস, আর, খাঁদু! তুই এখন বসে গতকালের হোমওয়ার্ক কর!
ওরে বাবা, না!

ডানপিটে খাঁদু

কেমিক্যাল দাদু

ওরে বাবা রে! এটা আমাকে ধরেছে!
হুসসস!
হিঃ হিঃ! ওকে গেটের বাইরে উল্টে ফেলে দেবার আগেই ডাস্টবিনটাকে থামিয়ে ফেলি!
ঘেন্না! কোন সাহসে তুই ঐ নোংরা ডাস্টবিনটায় চড়ে বসে সমস্ত পোষাক নোংরা করেছিস!
হতচ্ছাড়া! তোর মা তোকে স্কুল দিতে পাঠালো আর তুই নোংরা ঘেঁটে মরেছিস? যা পরিষ্কার হয়ে আয়।
হেঃ হেঃ! ও সাফ হয়ে এলে আবার খেল শুরু হবে।
ঐ যে ও আসছে। এবার আর মাঝপথে থামা নয়।
মরেছে! একটা বাস আসছে — রাস্তার জমা কাদাজল ছিটিয়ে দেবে আবার বাবা ক্ষেপে যাবে!
ইরক! আমাদের গেটের সামনে বাস থেকে লোক নামছে — আর ডাস্টবিন থামাতে অনেক দেরী হয়ে গেছে!
অরগ!
আগহ্!
হিঃ হিঃ! তোর মায়ের বদলে আগাম সমবেদনা জানিয়ে তোকেই দিয়ে যাচ্ছি, খাঁদু!
বাহ্!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

অঃ! আমি অনেক্ষণ আগে এই লেমোনেডটা খেয়েছি। এটার সমস্ত ঝাঁজ বেরিয়ে গেছে!
এর জন্যে কোনো চিন্তা নেই, খাঁদু! তোর জন্যে আমি গাদা-খানেক ঝাঁঝালো লেমোনেড বানিয়ে দেবো! বিরক্ত হওয়ার দরকার নেই!

এই যে, খাদু! এই বোতলগুলি এখনি খাবার জন্যে তৈরি!
উরিব্বাস! এক বাক্স ভর্তি লেমোনেড

এগুলি আমি সাগ্রহে দেখছি! চুকুস-চুকুস! শুধুমাত্র ছিপি খোলার ওয়াস্তা।
এতে গ্যারান্টি দেওয়া অতিরিক্ত ঝাঁজ ভরা আছে!

বাপ রে এটা মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁঝালো!
আরফ্স!

বাহ্! পুরো ব্যাচটাই খ্যাঁচ হয়ে গেলো!
খেতে হয়তো খুব বেশী ঝাঁঝালো, কিন্তু আমি এর মধ্যে খুবই দরকারী জিনিস পেয়েছি!

ভারসাম্য রাখার এটা খুবই দারুণ কৌশল, পচা!
ধন্যবাদ খাঁদু!
এটা অবশ্যই তেষ্টা পাবার কাজ! একটা লেমোনেড খাবি নাকি?

ফচাস্!
ইয়ুফস! গ্লুব!

চমৎকার জোরালো লেমোনেড. তাই না, পচা!
বাহ্! এমন সুন্দর দিনে ঘরে আটকে থেকে হোমওয়ার্ক করা ভালো লাগে! আমি তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।
এইযে, ফ্যাটকা! এটা তোর সমস্যার সমাধান করবে!
ইরক্!
হোঃ হোঃ! তোর হয়তো তেষ্টা মেটেনি, কিন্তু এখন তুই আর হোমওয়ার্ক করতে পারবি না, কারণ তোর বই খাতা সব ভিজে গেছে!
খাঁদু! তোর কি ঐ লেমোনেড আর কিছু অবশিষ্ট আছে? শিগগির নিয়ে আয়, দরকার আছে!
এঃ! ঠিক আছে!
জলদি! তুই এই বোতলটাকে অগ্নিনির্বাপক হিসেবে ব্যবহার করতে পারিস।
এজন্যে আমি হয়তো একটা ভালো পুরস্কার পেতে পারি।
হয়তো পেতে পারিস! হিঃ হিঃ!
গরর্! তুই আমার ওপরে চটচটে লেমোনেড ছিটিয়েছিস হতচ্ছাড়া, মর্কট! আজ তোকে ফাটকে পুরবো!
হাঃ হাঃ! কনেস্টেবল ফেকুলালের এটা লুকিয়ে ধূমপানের জায়গা!

ডানপিটে
খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল
দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

বাহ্! এই নচ্ছার মাছিটা বড্ড জ্বালাচ্ছে! আমি ওটাকে এই স্প্রেটা লাগাতে পারছি না, আর তোমরা দাদু নাতিতে আড্ডা দিচ্ছো!
অ্যাই! তুমি এই পদার্থটা চারদিকে বড্ড বেশী ছিটোচ্ছ!

আমি তোমার জন্যে বিশেষ এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছি, গিন্নী! এটা লক্ষ্য করো!

এটা একটা স্বয়ংক্রীয় বেতার-চালিত মাছি মারিয়ে। এটা কি ভাবে কাজ করে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি।
দুর্দান্ত দাদু!

ঐ যে!
দারুণ!
চটাস

আমি তোমার হয়ে মাছিটাকে মেকানিক্যাল চাপড় লাগাচ্ছি! দেখতে পাচ্ছি তুমি খুবই ব্যস্ত দিদা।

আর আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এটা দিয়ে দারুণ মজাও হবে!

...তাই আমি খাঁদার নাকে চমৎকার একখানা ঘুঁসি ঝাড়বো, তারপর...
এতো মারকুটে মস্তান চ্যাপলা!

...আর তারপর আমি আমার প্রতিশোধ নেবো! হাঃ হাঃ!
গেছি রে!

এটাকে যদি পাল্টা মারতে যাই তবে আমাকে ছুটতে হবে!

মনে হচ্ছে বলটা আমারই!
ওরফ্!

ঐ যে খাঁদা আসছে ও কয়েকদিন আগে আমাকে হেনস্তা করেছিলো। তাই এই আমার বদলা নেবার সুযোগ।

এই জেলি দিয়ে তোর থোবড়ার মেক-আপ করে দি, খাঁদা!
ইরক! তুই, এখন?

আমার বদলে তোর মুখ মেক-আপ হয়ে গেলো।
হাঃহাঃ!
গ্লাব!
থ্যাপড়!

গরর! আমি তোকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবো!
মরেচে! কিছুক্ষণের জন্যে এখান থেকে আমার কেটে পড়াই ভালো।

ধ্যাৎ! এই পোকাগুলি আমাদের পিকনিকটাই ভণ্ডুল করে দিচ্ছে! সব গুটিয়ে ফেলে আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে।
আহা! এইখানে যেখানে দাদুর যন্ত্র মন্তর মতো সত্যি কাজ করবে!

এ যে! আমি ওটাকে সেট করেছি ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে সব কিছুকে চাপড় লাগাতে!
দাদুর আবিষ্কার এটাই খুব কাজে দিলো।
দুর্দান্ত, খাদু! তুমি আমাদের সঙ্গে পিকনিকের ভাগ নাও!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
ইঁক! আরেকটা ইঁদুর! বাড়ি এরা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে! কেউ কিছু একটা করো!
বাড়ির বেড়ালটা একেবারে কুঁড়ের বেহদ্দ!
চিক!

তুমি একটা যান্ত্রিক বেড়াল তৈরি করছো না কেন, দাদু?
ঠিক বলেছিস, খাঁদু!

এই ছোট্ট মোটরটা যথেষ্ট শক্তিশালী হবে!

আমি ওটা বদলে করে আরো বেশী শক্তিশালী মোটর লাগিয়ে দি। একটা অতি বিড়াল বেশী তাড়াতাড়ি ইঁদুর তাড়াতে পারবে!

এবার এটাকে পরখ করতে হবে। কোথায় কোথায় ইঁদুর লুকিয়ে থাকে শুঁকে বের করার জন্যে ওকে একে একে দেখাবো।

আরিব্বাস! এটা এর মধ্যেই নির্ঘাত ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে!

ঝনন!
মরেছে! আমি ধারণা করতে পারি নি এ কাজের পক্ষে এটা এতো বেশী শক্তিশালী হয়েছে!

দড়াম!
চিক্!
ইঁক্! এটাকে না থামালে সমস্ত বাড়িই

গরর! এই যান্ত্রিক বিড়ালটাকে আমি এতো শক্তিশালী করে তৈরি করিনি। তুই নিশ্চয় কিছু করেছিস!
উঁহু! হ্যাঁ দাদু, করেছি!

কিন্তু এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে দাদু যে, এতে জাদুর মতো কাজ হয়েছে!
বাহ্!

দেখো! অতি বিড়াল জিতেছে! সমস্ত ইঁদুরকে ও তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে—এবং জোর দিয়ে বলতে পারি ওরা আর ফিরে আসবে না!

অতি বিড়ালের নজর এবার যেন তোর ওপর মনে হচ্ছে, খাঁদা!
অ্যাঃ!
বিপ-বিপ!

হেঃ! তুই খুব ভালো পুষি! তোর কাজে আমি খুব খুশি – কিন্তু আমি ইঁদুর নই!

বাঁচাও!
হোঃ হোঃ! খাঁদু জানে না যে ওর পকেটে একটা ইঁদুর ঢুকে আছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

উফ্! রাস্তায় চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে আমায় নাজেহাল হতে হয়েছে! আমাকে সত্যিকারের আরামদায়ক একজোড়া জুতোর উদ্ভাবন করতে হবে।

জুতোর অসহযোগের এই হচ্ছে গুঁতো! এই জুতো আমি ফুলিয়ে তুলতে পারবো।
দেখতে মোটেই মজার নয়, দাদু!

ঠিক যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া!
আরিব্বাস! দুটোকে হাতাতে হবে!

দাদু এখন দিবানিদ্রায় বিভোর। এই আমার সুযোগ!
ফররর ফোঁৎ!

প্রথমে আমি এদের খুব বেশী করে ফুলিয়ে নেবো...

আরি সাবাশ! যা ভেবেছিলাম! এগুলি এখন সত্যি লাফিয়ে উঠছে!

বাপ্ রে! লাফ মেরে সাফ দুধের গুমটি পেরিয়ে গেলো!
দুধ
ওফ্!

আমি বরঞ্চ স্কুলেই যাই কিন্তু সোজা গেট দিয়ে ঢুকবো না!

সব থেকে সোজা রাস্তা আর বেশী মজার!
ওঃ হো! কাল স্পোর্টসএর জন্যে বচা ওখানে পোল-ভল্ট প্র্যাকটিস করছে!
ইয়াঃ! পোলের কে তোয়াক্কা করে?
ইঁরক!
য়্যাগহ!
হাঃ হাঃ! এবার দেখি স্পোর্টসএর প্র্যাকটিসের পর কি খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে!
আরিব্বাস! মাংস। আমার নতুন জুতো লাইন দিয়ে খাবার নেওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলো!
এবার চটপট এখান থেকে কেটে পড়ে আয়েস করে খাবারটা খাওয়া যাবে!
গরর! ওর জুতোর খেলা আর মেলা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।
মরেচে! কাঁটা পেরেক!
দুম!
আগহ!
এই তোমার জুতো, দাদু! পরের বার ফুটো-প্রুফ তৈরি করো। নাহলে তোমার আবিষ্কারই ফুটো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

কিছুক্ষণের জন্যে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, খাঁদু। কিন্তু আমি চাই যে আমি যাবার পর তুই গাড়িটাকে পালিশ করবি।
ওরে বাবা! বড্ড শক্ত কাজ!

কিছুদিন আগে দাদু সহজে পালিশ করার জন্যে একটা স্প্রে তৈরি করেছিলেন। মনে হচ্ছে এটাই সেইটা!

অ্যাই মরেছে! আমি ভুল করে চুল গজাবার স্প্রে লাগিয়ে ফেলেছি!

এটা সেই জিনিস যেটা দাদু টেকোদের সাহায্যের জন্যে তৈরি করেছিলেন। আমি এটা দিয়ে বেশ মজা করতে পারি!

এই যে, ফাটকা! চুলওয়ালা ট্রাইসাইকেল দেখতে কেমন লাগে দেখি তো!
অ্যাই! তুই আমার গাড়িতে কি করছিস খাঁদা?
ফিস্‌স্

ওও! ইরক! হোঃ হোঃ! ভয়ানক সুড়সুড়ি লাগছে মাইরি! হিঃ হিঃ!

হিঃ হিঃ! ...গেছিরে!
হিঃ হিঃ: দারুণ মজা হলো!

এবার দেখি পিছলে নামার এটাতে এই স্প্রে করলে কি ফল হয়।

অ্যাই! এই পিছলে নামার জিনিসটা চুল দিয়ে জ্যাম করে আমাদের খেলার মজাটাই ভেঙে দিলি, খাঁদা!

হুপস! আমি আমার জমানো সমস্ত পয়সা দিয়ে এই দই কিনেছি। এবার আয়েশ করে খাবো!

তাই ভেবেছিস বুঝি?
ইয়ক! আমার দইয়ের হাঁড়ির দাড়ি গজালো কি করে?

ইয়ারগাছ! আমার দই খাওয়া তুই পণ্ড করেছিস, খাঁদা! তোর গণ্ড আমি ঝুলিয়ে দেবো!
এখানে থাকা আর সমীচিন নয়!

কি ব্যাপার? খাঁদা কি আবার কোন গোলমাল পাকিয়েছে? তাহলে আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেবো!
যদি আমাকে ধরতে পারো!

আমার পিছনে দাদুর ধাওয়া করাটা আমি আটকানোর ব্যবস্থা করি!
হিস্‌স্‌!

আরে! আমি দরজা খোলার হ্যাণ্ডেল খুঁজে পাচ্ছি না!

হিঃ হিঃ! দাদুকে হাঁদু বানিয়ে আমি নিজেকে খাবার ঘরে বন্ধ রেখেছি। চাকুম-চুকুম!
দুম! দুম!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

ইয়োফ! আমি নির্ঘাত চাকায় বেশী হাওয়া দিয়ে ফেলেছি!
হাঃ হাঃ! বুদ্বুদ ওকে বোকা বানিয়েছে!
দুড়ুম!

অ্যাই! আমার বলটা লাথি মেরে ফিরিয়ে দে, পক্কা!
লাথি মেরে ফেরত পাঠাবো? এটাকে আমি পরের সপ্তাহের মাঝখানে পাঠিয়ে দেবো!

গেছি রে!
হিঃ হিঃ! এটা সাবানের একটা বড় বুদ্বুদ ছিলো!
দুড়ুম!

ওওওঃ! মাথা থেকে টুপিটা নামাতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোলো!

এই আমার মওকা! এটাতে আবার একটু মজা হবে।
এটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটবে!
এবার ঠিক হয়েছে!
ওয়াহ্!
হিঃ হিঃ!
বাপ রে! ব্যাপারটা ঘটলো কি করে?
হাঃ হাঃ! এবার আমি স্কুলের দিকে যাই!

আমি জানিনা তোর কমছে কি আছে, খাঁদু, কিন্তু ওটা দিয়ে তুই ক্লাশে খেলা করবি না! মধ্যাহ্ন বিরতি না হওয়া পর্যন্ত ওটা আমার এই ডেস্কে রেখে যা।
আচ্ছা, স্যার!
আগে এটাতে খুব ভালো করে ঝাঁকুনি দিয়ে নি!

ডেস্কের ভেতরে বুদ্বুদের বুজকুড়ি হচ্ছে শোন!
খেঁদো! আমি বলছি এখুনি ক্লাশে কথা বলা বন্ধ কর!

দুড়ুম!

চল সবাই! যতক্ষণ না স্যারের ঘোর কাটে ততক্ষণ সেই সময়টা আমরা চোর পুলিস খেলি!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
তুমি আজ কি জিনিস তৈরি করছো, দাদু?
একটা নতুন ধরনের বুজবুজি পানীয়। ইচ্ছে করলে তুই এটা প্রথম চেখে দেখতে পারিস।
কিন্তু সাবধান, বেশী দেবার প্রয়োজন নেই! এটা এতো বুজবুজে যে বুদবুদের ফেনায় উপচে পড়বে!
বুজ বুজ
তোর মুখ দেখে আমি বলতে পারি যে, এটার স্বাদ বেশ ভালো!
দারুণ!
সত্যি দাদু, এটা চমৎকার! এখন আমি খেলতে যাচ্ছি, কিন্তু তেষ্টা পেলে খাওয়ার জন্যে সঙ্গে আরো কিছু নিয়ে যাচ্ছি।
আমি এই জিনিসটা দিয়ে বেশ মজাও করতে পারি!
হাঃ হাঃ! দারুণ মজা!
বুজবুজ!
এই যে, পুসি! তুইও এটা একটু চেখে দেখ!
হাঃ হাঃ!
বুজবুজ!

এসব বিশৃঙ্খলা কিসের, খাঁদা! জীবজন্তুগুলোকে তুই বিপর্যস্ত করছিস! তোর কি সাহস যে আমার বুজবুজি পানীয়ের পাউডার নিয়ে তামাশা করছিস!
এসবের জন্যে শাস্তি হলো খালি পেটে গিয়ে শুয়ে পড়ো!
কে চাইছে রাতের খাওয়া? আমার রবারের ব্যাগে ঠান্ডা জল ভর্তি করে তাতে কিছু বুজবুজি পাউডার দিয়ে দি, এবার খিদে পেলে এই বুজবুজি পানীয় খেয়ে নেবো!
উপস! বেশী পাউডার পড়ে গেল! কিছুক্ষণের জন্যে ছিপিটা এঁটে দি!
মরেছে! ব্যাগ যে ফুলে উঠছে!
যাচ্ছিস কোথায় খাঁদা? আমি না তোকে শুয়ে থাকতে পাঠিয়েছি।
কি-কিন্তু আমি আর শোবার ঘরে ফিরে যেতে পারবো না, দাদু!
কেন পারবি না?
বাপস! সাবধান! এটা কিন্তু...
দুম
পাজী! বেল্লিক! ছুঁচো! তোকে কুচো কুচো করলে তবে তোর কাজের উপযুক্ত শাস্তি হয় হতচ্ছাড়া!
অখাদ্য মার্কা পানীয়ের গুঁড়ো নষ্ট করেছি বলে বুড়ো আমার হাড্ডি একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল হাফছুটির পর শনিবারের বিকেলটা কাটানোর কি দারুণ পথ!
খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি! আমার চেয়ারে বসে আমার টফি খেয়ে আবার আমারই বই পড়ছিস! তোর কি দুঃসাহস রে!
তুই একটা কুঁড়ের ডিম! ওপরে ল্যাবরেটরিতে এসে আমাকে সাহায্য কর!
হুয়ে, ঠিক আছে!
এই যে—এই নে জীব জন্তুদের জন্যে আমার আবিষ্কার। পোষ্য প্রাণীদের জন্যে এটা সাংঘাতিক তেজী বড়ি।
বুঝেছি।
পরীক্ষা না করে এগুলিকে পোষ্য প্রাণীদের দেওয়া ঠিক নয়। এই যে, কুঁদো! একটা চেখে দ্যাখ!
আহ্! মনে হচ্ছে কিছু যেন প্রতিক্রিয়া ঘটেছে!
আরিব্বাস! কুঁদো এখন সাংঘাতিক তেজে ভরপুর!
বলি এখানে এসব কি হচ্ছে? এতো হট্টগোল চেল্লাচেল্লি কিসের খাঁদা?

হরক! কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে! অ্যাই পালা!
ঘাবড়িও না দাদু! তোমার কাছ থেকে কুঁদোকে সরাবার উপায় আমার জানা আছে।
এই যে পুসি! তুই একটা তেজের বড়ি খা।
উরিব্বাস! এখন বেড়ালটা কি দুর্দান্ত গতিতে ছুটছে!
চমৎকার! কুঁদোটা এখন ওটার পেছনে হয়তো দৌড়তে পারে।
মরেছে! এবার যে দুটোই আমার দিকে তেড়ে আসছে!
এখন তুমি একটাই কাজ করতে পারো, দাদু!
তুমি একটা তোমার নিজেরই তেজের বড়ি খাও! আশা করি এটা তোমার ওপরও কাজ করবে!
হিঃ হিঃ! কি দারুণ মজা! দাদুর তৈরি তেজের বড়ি একেবারে জাদুর মতো কাজ করেছে! দাদু কি গতিতে যাচ্ছে দেখো।
বাঁচাও!
হুউস্স!
তেজের বড়ির তেজ কেটে যাওয়াতে দাদু এতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে যে, আমি তার চেয়ার, তার বই—এবং তার টফি যথাপূর্বং চালিয়ে যাচ্ছি!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
উফ! রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরটা বেশ দূরে। খাবারের থালা বাসন আনতে দম বেরিয়ে যায়।
ঠিক আছে, আমি এটাকে সহজ করে দিচ্ছি।
এই দেখ! সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় খাবার বহন করার ঠ্যালা এটা হাত দিয়ে ঠেলতেও হবে না!
চমৎকার জিনিস তৈরি করেছো!
দেখ? এই ঠ্যালা বাড়ির যেখান থেকেই সঙ্কেত পাবে, সেখানেই গিয়ে হাজির হবে।
অবিশ্বাস! এতো দারুণ দরকারী জিনিস বের করেছো, দাদু!
বিপ! বিপ! বিপ!
উলপ! পায়েস! আয়েস করে সবটাই একলা খেতে হবে।
আর কি করে ওটা পেতে হবে সেটা আমার জানা!
আঃ! খাবারটা আসছে!
কিন্তু খেঁদোটা কোথায়?
বিপ! বিপ! বিপ!
ওঃ! ঠ্যালাটা এখানে আসছে না!
অবাক হবার কিছু নেই! সঙ্কেত পাঠাবার যন্ত্রটাও বেপাত্তা!
হিঃ হিঃ! চলে আয়, পায়েস, খাঁদুর কাছে চলে আয়! ওঃ, দারুণ!
বিপ! বিপ! বিপ!

ভেবেছিলি একাই সব সাঁটাবি? সেটি হচ্ছে না চাঁদু!
এঃ! প্ল্যানটা তুমি ভেস্তে দিলে, দাদু!

এই অপকর্মের জন্যে তোকে পায়েস খাওয়া থেকে ছাঁটাই করা হলো এবং এর পরের একটা দারুণ খ্যাঁট তোর নট হয়ে গেলো!
অহ্!
বিপ! বিপ! বিপ! বিপ!

একটা সুখাদ্য খাওয়া চোট হয়ে গেলো, মোট কথা হলো পরেরটা আর বেহাত করছি না!

এবারে আর ফস্কাচ্ছি না। এবার পাবো আর খাবো!

আরে! সঙ্কেত পাঠাবার যন্ত্রটা আবারও দেখছি উধাও! ঠিক আছে, আমিও এই যন্ত্রটা তৈরি করেছি ওটা বের করতে সাহায্য করবে বলে!

খাসা! খাবার তো দেখছি ঠ্যালাতেই ঠাসা! আমি আমার ঘরে ফিরে গিয়ে সঙ্কেত যন্ত্রটাকে চালু করি।

দারুণ খাবার! এবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মৌজ করে খাওয়া শুরু করা যাক—
বিপ! বিপ! বিপ!

হাঁকপাক করে আর কোন লাভ নেই খাঁদু! আমি এই আলমারিটার ভেতরে ছিলাম। তোর খেল খতম—

এবার শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত আর মুখের খেল দেখে যা!
ওফ্!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

আমার আবিষ্কারের অপব্যবহার করা? সাবধান আর যেন এমন না হয় বুঝেছিস?
উরিস! খুব বুঝেছি দাদু! এবার কানটাকে ছাড়ো।

নে, এবার কাজে লেগে যা। বাগানে গিয়ে আমার এই নতুন আবিষ্কারটা পরখ কর। এটা যে গাছের জল প্রয়োজন তাকে ঠিক বের করে তাদের দিকে জল ছিটিয়ে দেবে!
ওহ্! ঠিক আছে, দাদু!

—এবং এর যেন অপব্যবহার না হয়! এটা মনে রাখবে!

আরিব্বাস! এটা ঠিকঠাক কাজ করছে! আমি যে গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছি নলের মুখের ঝাঁঝরি ঠিক ঘুরে ফিরে জল ছিটিয়ে যাচ্ছে!
শুস্‌স্‌স্‌!

কি দুর্দান্ত আবিষ্কার!

এই গাছ আমি খুবই ভালোবাসি... আহ্‌ক!
ওহ্ না! খুবই দুঃখিত! এটা একটা দুর্ঘটনা!

বাঁচা গেলো! আমার কথা ওর বিশ্বাস হয়েছে!
হেয়ারড্রেসার খাসা চুল বেঁধে দিয়েছে, আর ফুল লাগিয়ে আরো খোলতাই করেছে!
সেই সঙ্গে আমার পকেটের বেশ কিছু টাকা ফাঁকা করে দিয়েছে!

আবার নয়!
অ্যাই! এটা কি হচ্ছে?
উঁঃ! আমার চুলবাঁধা বরবাদ হয়ে গেলো! জলদি বন্ধ করো!
চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না!
অ্যাই পাজী ছোকরা!
এর জন্যে আমি দায়ী নই!
ওখানে অতো গোলমাল কিসের?
এটা দাদুর সেই বাহারী জলের ঝাঁঝরি! কিন্তু ভয়ানক!
মরেছে! জানালার সামনে বাক্সটবে যে গাছ রয়েছে আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম!
তোকে এটা নিয়ে তামাসা করতে নিষেধ করে সাবধান করেছিলাম!
উঃ!
এটা অন্যায় হচ্ছে, দাদু! তোমার বাজে আবিষ্কারই এ কাজের জন্যে দায়ী!
সেদিন রাত্রে..
ইরক! ঘরের ভেতরে বৃষ্টির সৃষ্টি হলো কি করে?
হোঃ হোঃ!
তোমার তৈরি যন্ত্র
এবার তোমার দিকেই
জল ছোটাক!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

তোমার পিঠে ওটা কি বাঁধা রয়েছে দাদু?
এটা আমার নূতন আনকোরা আবিষ্কার খাঁদু! যারা দেয়াল বানাতে চায়, এটা তাদের দারুণ সাহায্য করবে।

এদিকে দ্যাখ্‌! এই বোতাম কেপে স্প্রে করলেই সেটা দেয়ালের আকার নেবে!
আরিব্বাস! এ তো দারুণ বিস্ময়কর!

বাপরে! এটা যে ইঁটের মতো শক্ত হয়ে গেছে!
নিশ্চয়ই! কেমিক্যালটা চটপট পাথরে পরিণত হয়ে যায়। চমৎকার, তাই না?

এটা নিয়ে আমি মজা করে আসি!

বেঙাকে একটা চমক লাগিয়ে দি!

উফ! ফুটপাথের ওপর এই কংক্রীটের চাঁইটাকে ফেলে রাখলো?
হিঃ হিঃ! আমি রেখেছি!

অ্যাই ছোঁড়া! ধরতে পারলে কুটি কুটি করে দেবো! জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে ফের বলছি! কেউ ওকে থামাও!

থামিয়েছি!
তাজ্জব!

দারুণ কাজ করেছো! বড় বজ্জাত ছাগল এটা। এই নাও পুরস্কার!
পাঁচ টাকা! হুররর!

এইরে! বাড়ির অঙ্ক করা হয়নি! অঙ্কের স্যারের স্কুল যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

যদি আমি ওঁর দরজাটা দেয়াল তুলে ভরাট করে ফেলতে পারি তবে আর উনি বেরোতে পারবেন না।
এই যে, হাঁদু! তুমি কি আমার সঙ্গে স্কুলে যেতে চাও?
বাহ্! উনি পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন।
যদি কিছু মনে না করেন স্যর। তো আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছি। কেউ আসার আগেই আমি স্কুলে পৌঁছোতে চাই!
হোঃ হোঃ! স্কুলের গেট আটকালেই জোরদার মজা হবে!
কেউ গেটে দেয়াল তুলে দিয়েছে, স্যার! আমরা ভেতরে যেতে পারবো না!
এ তো সেই পাজি হতচ্ছাড়াটা! যে এর আগেরবার আমার পালানো আটকেছিলো!
গদাম!
হাঁদু তার নিজের তৈরি দেওয়ালের ওপাশে গিয়ে পড়লো!
ওয়াহ্!
ঘাবড়াবার কিছু নেই, হাঁদু! কাল ছুটির পরে ব্ল্যাকবোর্ডে আমি কিছু অঙ্ক লিখে রেখে এসেছিলাম। আমরা এই দেয়াল ভেঙে না ঢোকা পর্যন্ত তুই ঐ করবি কিনা সেটা দরোয়ান নজর রাখবে!
হঁরক!
বাহ্! দাদুর একটা অকেজো আবিষ্কার নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তো আমার এই হাল হলো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
এটা নির্ঘাত সঠিক মিশ্রণ হবে।
এবার জিনিসটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে!
আরে, দাদু তো এখানেই ছিলো! দাদু, তুমি কোথায়?
ওপরে এখানে!
ওকুৎ!
আমি জুতোর জন্যে এইমাত্র একটা তরলপদার্থ আবিষ্কার করেছি। এটা জুতোকে সেঁটে থাকতে দারুণ ক্ষমতা দেবে।
এটা লাগিয়ে তুই যেখানে ইচ্ছে হাঁটতে পারবি!
বাস রে! সত্যি দাদু, তুমি জাদু জানো! তোমার জবাব নেই।
ইক! জুতো ঠিকই এঁটে আছে, কিন্তু দেওয়ালের বালির চাপড়া খুলে তোলো!
চড়াৎ!
বাঁচাও!
দারুণ জিনিস, দাদু। আমি কিছু নিচ্ছি।
ঠিক আছে, তবে খুব সাবধান, খাঁদু। দেখ আমার কি ব্যাপারটা ঘটলো! উপ্স্!

হুঃ! এই চটচটে জিনিস নিয়ে হাঁটা খুবই মুস্কিল!
এ দুর্দান্ত! কিন্তু এটা খুলে আসবে না তো ?
কখনই না! আমার আবিষ্কারে কোন ভুল নেই!
এবার আমি এই নিয়ে বেশ মজা করতে পারি। এই যে হতচ্ছাড়া পাজীগুলো, তোদের মুড়ো মচকে দেবো।
গরর! খাঁদা তুই আমাদের গায়ে নোংরা কাদা ছুঁড়ে মারলি? দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি!
হিঃ হিঃ! কেমন বোকা বানিয়েছি, বুদ্ধুরা!
একি রে!
ইয়াঃ!
গেলুম রে! ডাল থেকে আমার চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলো!
কি যে বদ্দিমার্কা আবিষ্কার করো, দাদু! এ বার তুমি স্পেশাল জুতো আবিষ্কার করো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
মৎস শিকারীদের জন্যে এ এক সবচেয়ে বড় যুগান্তকারী আবিষ্কার। চল, খাঁদু! নদীতে গিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখি।
দেখ, খাঁদু! যে বঁড়শীটা আমি আবিষ্কার করেছি তাতে মাছের এর জন্যে আমার প্রয়োজন নেই এটা মাছের খোঁজ করে তার পেছনে তাড়া করবে।
তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছো দাদু।
না, দাদু রসিকতা করেনি!
দেখেছিস? দেখ, একটা ঠিক ধরেছে!
দারুণ!
আমি মনে করি আমার আবিষ্কার বেশ ঠিকঠাক কাজ করছে। আমি আরো মনে করি এই দারুণ কাজের পুরস্কার হিসেবে একটু বিশ্রাম করে নি।
হিঃ হিঃ! এবার আমার পালা!
এই বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরার জন্যে নদীর দরকার নেই!
মাছের বাজারে
জ্যান্ত মাছের জন্যে ধন্যবাদ, কেঁদুদা।
ওঁক্‌ৎ! এটা কি করে হলো?
এবারে মাছের বাজার থেকে টাটকা মাছ ধরার চেষ্টা করি।

জ্যান্ত মাছ নিয়ে যান, দাদা! দেখুন এখনো খাবি খাচ্ছে— ইরক!
ছপাৎ!
ছপাৎ!
হিঃ হিঃ! দাদুর এই আবিষ্কারটা যেন জাদুর মতো কাজ করছে!
দ্যাখ, ফটকা! তোর লালমাছ আমার বঁড়শীতে ধরে নিচ্ছে!
অ্যাই, খাঁদা! কি হচ্ছে?
হিঃ হিঃ! ওকে ধোঁকা দিয়েছি! কিন্তু বোকাটা ভয়েই পালালো!
দারুণ মজা করা যাচ্ছে... আরে! এখন বড়শীটা কোথায় যাচ্ছে? আমি বরং রীলটা গুটিয়ে নি!
একি রে! আমি রীলটা গুটোতে পারছি না!
আসলে এটা আমাকে ঝাঁকি মেরে শূন্যে তুলে ফেলেছে!
চিড়িয়াখানা
ওরে বাবারে! আমি চিড়িয়াখানার মধ্যে একটা হাঙরকে বঁড়শীতে আটকেছি!
অ্যাই! আমার আবিষ্কার সেই বঁড়শীটা কই?
ঠিক আছে, তোমাকে বলবো ওটা কোথায়— কিন্তু ওটা তোমাকে নিজে গিয়ে আনতে হবে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
একি! আমার বিছানা উধাও! ওটা দিয়ে তুমি কি করেছো, দাদু?
ওটা অনেক জায়গা নিতো, খাঁদু। ওটা আমি ফেলে দিয়ে তোর জন্যে নতুন একটা আবিষ্কার করেছি।
এযে! একটা ভাঁজ করা বিছান
এটা তোকে তোর শোবার ঘরে খেলার অনেক জায়গা দেবে।
সেটা ঠিকই হবে! কিন্তু কেমিক্যাল দাদু যেভাবে ভেবেছে সেভাবে নয়!
আমার ঘরে খেলবি আয়, ফুচে। আমি এখন অনেক জায়গা পেয়েছি!
ঠিক আছে, খাঁদু!
জায়গা অনেক, কিন্তু কি খেলা হবে বুঝতে পারছি না।
বুঝতে পারবি। মুহূর্তের ম
একটা কিছু তোকে গুঁতো লাগাবে!
গেছি রে!
হাঃ হাঃ!
এর জন্যে আমি দুঃখিত। আমি নির্ঘাত ভুল করে বোতামটায় চাপ দিয়েছিলাম। সুস্থ হবার জন্যে বিছানায় বোস!
এই বোতামটা গদি ঝাঁকি
তোলবার জন্যে। কিন্তু আ
ফুচেকে ঝাঁকিয়ে তুলবে

ওঃ! ইয়ো! গেছিরে! বাঁচাও!
খাবার তৈরি! আর ফুচের জন্যেও খাবার তৈরি করেছি!
ওহো! আমার জন্যে আর একটা সুযোগ!
আসছি, মা! তুই এখন ওধারের দিকে যা, বুচে!
অ্যাই! তুই আমাকে কি করছিস, খাঁদু?
ফুচে - ইয়ে - কোথাও চলে গিয়েছে। তাই ওর হয়ে আমি এগুলিও খেয়ে নিচ্ছি!
এদিকে
এখানে ইলেকট্রিকের ওয়্যারিং রয়েছে। দেখি যদি কিছু তারের সঙ্গে তার লাগিয়ে দি তাহলে কি হয়!
এবারে বুচেকে বাইরে আসতে দিই।
গেছি রে! দরজা দিয়ে বিছানাটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে! বাঁচাও!
ঝড়াৎ!
উফ্! অবশেষে মুক্ত!
ইরক! এটা আমার দিকেই আসছে!
বোকামি করে নতুন বিছানার কে এই দশা করেছে?
এটা আমি করিনি! আমি এখানে ছিলাম না, মনে আছে?
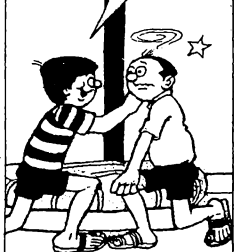
ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
উঃ! এই নয়া জুতোটা আমাকে মেরে ফেলছে!
এর কারণ হচ্ছে চামড়াটা খুবই শক্ত।
এই কেমিক্যাল আমি যা মিশ্রিত করছি এটা চামড়াকে নরম করবে।
ওফ! খুব ভালো হবে, দাদু!
মরেছে! তুমি নিশ্চয়ই রসিকতা করছো না, দাদু! এটা ওদের এতো নরম করেছে যে গলে যাচ্ছে!
অ্যাই মরেছে!
ইস! এব্যাপারে তোর মাকে আমি কি কৈফিয়ত দেবো?
তা জানিনা। কিন্তু এই পদার্থটা দূর করে দিয়ে আসি।
আঃহা! ঐতো গুটকে আর ওর ভাই পুটকে। ওরা সব সময় আমার পেছনে লাগে!
অ্যাই!
এটা কিছুক্ষণের জন্যে তোদের বক্সিং থামিয়ে দেবে!
আরগহ! এটা তুই কি করলি, খাঁদা?
হেঃহেঃ! তোরা দুটোতে জুড়ে গেছিস!
বলটা আমাকে পাস দিয়ে দে! আমি হচ্ছি তারকা স্ট্রাইকার!
আঃহা! তারকা স্ট্রাইকারকে এবার আমার খেল দেখাচ্ছি!
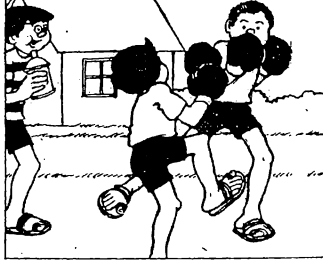
এই শটটা লক্ষ্য করো!
তারচেয়ে তুমি এটা লক্ষ্য করো।
ইয়ো! বলটার আবার কি হলো?
হাঃ হাঃ!
ইয়াগহ্‌! এ যেন চটচটে একতাল টফির পিণ্ডের মতো আমার বুটে লেগে রয়েছে!
মজা তো খুবই দারুণ! কিন্তু যখন আমার মা জুতোর ব্যাপারে জানবেন তখনই দাদু ঝামেলায় পড়বেন।
হঠাৎ
এটা আমি নেবো!
অ্যাই! চোরটাকে আটকাও! ব্যাগে দশহাজার টাকা রয়েছে!
মরেছে! ব্যাগ ছিনতাইবাজ!
আমি ওকে থামাবো! প্রথমেই, ব্যাগটা...
ইরক!! ব্যাগটার আবার কি হলো?
এবার ওর জুতো, ওকে রাস্তার সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে!
এবার তোমায় ধরেছি, চাঁদু!
দারুণ জাদু দেখিয়েছো, খাঁদু! আমি নিশ্চয় তোমাকে পুরস্কৃত করবো!
সেইমতো
তুমি আমার জুতোর কি অবস্থা করেছিলে সেটা আর মাকে বোলোনা, দাদু! আমি নতুন আর এক জোড়া কিনেছি আর এখনো আমার কাছে অনেক টাকা আছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

এই আমার একেবারে হালফিলের আবিষ্কার, খাঁদা। এটা একটা বৈদ্যুতিক পাপোশ।
উরিব্বাস! এরপর এটার কি করবে দাদু?

এটা লোকের জুতোর সমস্ত ধূলো ময়লা ঝেঁকে ফেলে দেবে। লক্ষ্য কর!

হোঃ হোঃ! একটু সুড়সুড়ি লাগছে। আর এছাড়া মনে হয় সবই ঠিকঠাক কাজ করছে!

এটা দরজার বাইরে রাখ, খাঁদু! তারপর আমরা লক্ষ্য করবো যে, যখনই যারা ওটার ওপর দাঁড়াবে তখন ওটা কি রকম কাজ করে।

হেঃ হেঃ! বেচারা দাদু ধারণা করতে পারবে না এটা দিয়ে আমি কি ঝামেলা পাকাতে পারি!

এটার ঝাঁকুনি দেবার ক্ষমতা যতটা আছে বাড়িয়ে দি!
আ্যাই!

ওরে বাবা! আমি আমার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি!

এর জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এর জন্যে দায়ী দাদুর এই নয়া আবিষ্কার।

আজ দু বোতল দুধ খাঁদু ? ...অ্যাই !
ঝাঁকুনি থামাতে পারছি না। ওপস! দুধের বোতল সব গেলো !

বাপস! ওটা আমাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছে !

দুঃখিত মশাইরা ! আমার দাদুর এই পাপোশের মধ্যে নির্ঘাত কোন গলদ আছে !
হাঃ হাঃ ! এবার জঞ্জাল ফেলনেওয়ালা বাকী !

এই যে এসে গেছে, এখন আমি শুধু বোতাম টিপে চালু করবো !

ইরক! ভেবেছিলাম পাপোশটা জঞ্জাল ফেলা লোকটার ওপর জঞ্জালের জায়গাটা ছুড়ে দেবে !

বেশ, বেশ ! পাপোশের ব্যাপারটা ভালোভাবেই দেখছি শেষ হয়েছে। এরপর এটা নিয়ে আর কাউকে ও ক্লেশ দেবে না।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
এইমাত্র আমরা খেঁদুর বাইকটা শেষ করলাম— ইয়ে — ঠিকঠাক করে রাখলাম। ঐ যে ও আসছে!
আড়ালে থাক!
প্যাডেলে দ্রুত পা চালিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাই!
গেছি রে! আমার গাড়ি যে টুকরো হয়ে গেলো!
হাঃ হাঃ! আমরা তোকে কেমন ভেল্কি দেখিয়েছি, খাঁদা। কয়েকটা নাট বল্টু খুলে কেমন দুর্দান্ত মজা পাওয়া গেলো!
ওওঃ! এটা তাহলে তোদের কাজ!
গরর! আমি এর পাল্টা নেবো, দেখে নিস!
তুই আমাদের এ জিনিস করতেই পারবি না। আমাদের বাইক বছরের ওপর খারাপ হয়ে পড়ে আছে!
দেখি যদি দাদু এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারে যেটা আমি ওদের ওপর প্রয়োগ করতে পারি।
এক জোড়া পাজি ছেলের সঙ্গে মোকাবিলা করবি, খাঁদু? ঠিক আছে, এবার...
একটা অটোমেটিক বক্সিং গ্লাভ, কেমন মনে হচ্ছে?
আরিব্বাস!
— অথবা একটা ইলেকট্রনিক তীর?
বাপ রে!

এই যে কি ভাবে এটা কাজ করে, লক্ষ্য কর!
গেছি রে!

যদি পাবিতবেআমি দুটোই ওদের ওপর ব্যবহার করবো! হিঃ হিঃ!

এই! তুই এটা কখনো বিশ্বাস করবি না, কিন্তু একটা তীর সোজা তোর পাছার একেবারে কাছাকাছি এসে গ্যাছে!
এঃ! বোকার মতো কথা বলিস না!

ওয়াহ! আরঘ! আঁউফ!
এটা আমাদের খোঁচা মারছে! ইয়াঁও!

হিঃ হিঃ! কোনাটা পেরিয়ে আসার শুধু অপেক্ষা!

আঃহা! এই যে তোরা! এবার কিছু আসলি মজা — আর পাল্টা গুঁতো!

ইয়াগহ্!
ওফ্‌ফস্!

ওঃ, চমৎকার! কি দারুণ গুতোই না দিয়েছে দুটোকে! আর ওরা পেছনে লাগবে না। দাদুর আবিষ্কারের তুলনা নেই।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু

উদ্যান বিভাগের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী আমার ভ্যাকুয়াম ক্লীনার পরীক্ষা করে দেখার জন্যে তৈরী।
উদ্যানের জন্যে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার! অদ্ভুত! এটা একেবারে নতুন, দাদু!

দ্যাখ, খাঁদু। এটা সব জঞ্জাল টেনে নিচ্ছে, তারপর বাক্সটায় ঢেলে দিচ্ছে ও থেকে দরকারী কাগজ হারিয়ে যাওয়া চিঠিপত্র বাছাই করে নেবার জন্যে। তুই যদি ইচ্ছে করিস তবে উদ্যান রক্ষককে দেখাবার জন্যে এটা নিয়ে যেতে পারিস।

হাঃ হাঃ! দ্যাখ, খেঁদোটা বাগানে ঝাড়ুদারের কাজ করছে!
এইরে! সেই মারকুটে পাজীদুটো!

ঝাড়ুদার, এঃ আমি ওদের দেখাচ্ছি। এর বাঁকানো পাইপটা খুলে নিয়ে ওদেরও ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছি...

হিঃ হিঃ! আমি ঝাড়ুদার নই, হতচ্ছাড়ারা— কিন্তু এই যন্ত্রটা যেমন জঞ্জাল টেন নেয় তেমনি জোরে ছুঁড়তেও পারে!
আগহ!

ওদের সাড় ফিরে আসার আগেই আমি এখান থেকে সরে পড়ি।

ঐ যে, খাঁদা! চল এবার ওকে পাকড়াও করে চাঁদা করে ঠুসে দি!
অ্যাই মরেছে!

ওদের দিকে ছোঁড়ার জন্যে এখানে প্রচুর কাদা আর ইঁটের টুকরো আছে!
ওফ্!

হুঃ হাঃ! ওরা নিজেদের সাফাই করুক ততক্ষণ আমি এখানে নিরাপদ!

কিন্তু, উদ্যানরক্ষক কোথায় গেলো আশ্চর্য!

ভেবেছিলি ফাঁকি দিবি, কিন্তু এবার ধরেছি!
আরগহ্!

এবার আমরা পাল্টা শোধ নেবো। আমি সুইচ টেপার আগে ওর পেছন থেকে সরে যা, গুল্লু!
ওহ, না! ওরা গলফ বলের গুলি মেরে আমার খুলি ওড়াতে চাইছে!
গলফ বল

ওরে গেছি রে! মলুম রে!
ওরে বাবা! এতো উদ্যানরক্ষক! একেবারে সোজা ফায়ারিং লাইনের মধ্যে এসে পড়েছে!

যন্ত্রটার আবার কি হলো?
তুমি ওটাকে জ্যাম করে দিয়েছো!
গরর! এবারে যে কাজের জন্যে যন্ত্রটা চেয়েছিলাম সেই কাজ তোমাদের করতে হবে!

তোমরা ঐ ডোবাটার পাঁক পরিষ্কার করো! নাও শুরু করে দাও!
হিঃ হিঃ!
ইস! কি চটচটে কাদা রে!
হুঁঃ! আর কি বিচ্ছিরি গন্ধ!

আর তার

কেমিক্যাল দাদু

পার্কে
ছেলেরা আর মেয়েরা — এবার স্বাগত জানাচ্ছি ভেল্কিবাজ ডেঙ্কুরামকে!
হেঃ হেঃ! আমি ভেল্কির ওপর ভেল্কি দেখাবো!

এবার এটা দ্যাখো!

ওপস! আমি আর ওদের ধরে রাখতে পারছি না!

গরর! প্রদর্শনীটা নষ্ট করে দিলো! ধরো ওকে!
পিছনে ধাওয়া করো! ওফ!
ঝট করে এটা জমিতে ছিটকে দিলে ওরা ডিগবাজী খাবে আর আমি হাওয়া!

বিজ্ঞানী দাদুর কাছ থেকে পাওয়া এই সেই উপাদান! আমি আপনাকে দেখাবো কি ভাবে এটা কাজ করে...

আরেঃ! আমি টাকাগুলি ধরতেই পারছি না!
মরেছে! এই রকম হাত নিয়ে তুমি এমন এখানে অকেজো। পুরো দিনটা বিশ্রাম নাও।

তুমি আমাকে একটা দিনের ছুটি পাইয়ে দিয়েছো, ঋঁদু! এসো তোমাকে আমি আইসক্রীম কিনে দেবো!
ওহ দারুণ!

আঃহা। এই লম্বা চামচটা দিয়ে আমি এটা খাবো!

আপসোস! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, এ পিচ্ছিল উপাদানটা আমার হাতে এখনো লেগে আছে!
হাঃ হাঃ! আইসক্রীম এবার হাত ছাড়াই মুখে ঢুকতে চাইছে।

* সুখীগৃহকোণ—পত্রিকায় করা খাঁদুর গল্প। (জুন, ২০০০)

কি কাণ্ড! তুই ঠিকই বলেছিস, খাদু! তোদের হোমওয়ার্ক করতে দেওয়ার জন্যে কোন মার্ক দেওয়া নেই!
আমি হোমওয়ার্ক করেছি, স্যার! ওরা ওদেরটা করতে পারেনি তাই ভ্যানিশ করে করে দিয়েছে!
এই জঘন্য হোমওয়ার্কের জন্যে সারা সকাল আর সেই সঙ্গে টিফিন খেতেও বাজে লাগছে!
আবার দুপুরের পরে ভুগোল-বিষয় আফ্রিকা! আমার খুবই অপছন্দের!
আমি জানি! আমি দাদুর পাদার্থ বেশি করে নিয়ে মেশাবো তারপর ম্যাপ থেকে আফ্রিকাকে অদৃশ্য করে দেবো! তাহলে আর ভূগোলের পড়াই হবেনা!
মনে হচ্ছে আমি জানি দাদু এর মধ্যে কি দিয়েছিলো!
হিঃ হিঃ! বিদায়, আফ্রিকা!
খাঁদা!
ইরক! বিদায় পৃথিবী! মিকশ্চার বেশী কড়া হওয়ায় ম্যাপটাই জ্বেলে গেলো!
আমি আমারে পুরোনো রবারই ব্যবহার করবো! এতে বড়জোর আমি একবারে একটা পাতা ছিঁড়বো!
খ্যাচ!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

আমি জানিনা কোন বড়িতে কি ধরনের খাবার হয়। কিন্তু আমার কাছে সবগুলিই দারুণ!
খাঁদাকে ধর তারপর ওর হাতের ট্রেটা উল্টে ফেলে দে!
ওহ্ ওহ্! ঝামেলা!
তোরা আমার কাছে আসবি না, দূরে থাক!
লক্ষ্য রাখো!
যাঃ! সব গেলো!
বড়িগুলো ফোয়ারার মধ্যে চলে গেলো!
আরিব্বাস! ফোয়ারাটা দারুণ সব খাবারে বোঝাই!
আমার খাদ্য বড়ি তুই দেখেছিস, খাঁদু?
হয়ে-হ্যাঁ! এ ব্যাপারে সবকিছু পড়ে দেখো দাদু! যে কোন দিন আমি আরো নিতে চেষ্টা করবো!
পার্কে ফোয়ারায় রহস্যময় ভোজ

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
দাদু, আজ আবার কি তৈরী করলে?
দুটো জিনিস খাঁদু। যাদের গায়ে পোষাক ঠিকমতো ফিট করে না দুটোই তাদের জন্যে।

এই দ্যাখ, এইটা হলো তাদের জন্য! যাদের জামা গায়ে বড় হচ্ছে।
হিস-স

দেখলি, কেমন ছোট হয়ে গেলো!
বাপস! পতাকাটা চোখের নিমেষে ছোট হয়ে গেলো!

এটা হলো যাদের জামা গায়ে ছোট হচ্ছে তাদের জন্য!

ইয়াহু! এটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে! দারুণ জিনিষ আবিষ্কার করেছো দাদু!

আমার মনে হয় এটা আর একবার পরখ করা দরকার!

আঃ! এইতো আমার পয়লা নম্বরের দুই শত্রু। শুঁটকে আর মুটকে।
অ্যাই! কি হচ্ছে খাঁদা?
হিস-স

হুক! ওপস!
একি, আমার জামা ক্রমশঃ ছোট হয়ে গায়ে এঁটে বসছে!

গরম্ম! তুই আমার কিচ্ছু করতে পারবি না!
হ্যাঁ, এই দেখ তোর ব্যবস্থা করছি!
হিস-স

আরগ! একি আমার জামা বড় হয়ে গেছে! যার জন্যে আমি হোঁচট খাচ্ছি।
থপ

এইতো আর এক কুঁড়ের বাদশা পটকা! ওকে এক ঝটকা দিয়ে ঘুম ছুটিয়ে দি।
হিস-স
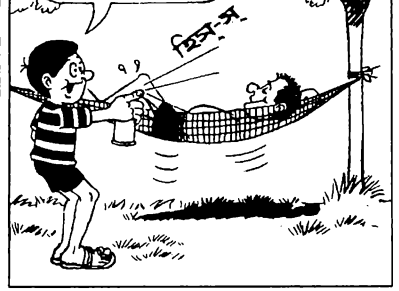
হো-হো! দোলনাটা ছোট হয়ে যাওয়াতে একেবারে ছিঁড়ে পড়েছে।
উফ

এইযে, ঠিক ধরেছি! তুই-ই ওগুলি নিয়েছিস, এখন আমি তোকে এর আসল কার্যকারিতা দেখাবো।
ওপস!
কেমিক্যাল দাদু!

বোতলগুলো দে বলছি!
সাবধান, দাদু! তুমি একটার ওপর চাপ দিয়েছো!

ইঁক! আমার টুপি বড় হয়ে যাওয়াতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!
ঘাবড়াও মৎ দাদু! তোমারই আবিষ্কারের ভেল্কি দিয়ে ওটা ঠিক করে দিচ্ছি!

ওহ্! এখন এটা একদম ছোট হয়ে মাথায় সেঁটে বসেছে, যার ফলে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!
হোঃ হোঃ! এবং দেখতে না পেলে আমায় ধরতেও পারছো না!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
ইঅ্যাঃ! ঠিকানা সাঁটার জন্যে এই সব গঁদের আঠার স্বাদকে আমি ঘেন্না করি!
সব সময় গঁদের আঠার স্বাদটা এতো খারাপ কেন?
আমার জানা নেই। কিন্তু আমি কিছু বানাবো যার স্বাদ চমৎকার।
এইযে, খাঁদু! এই পদার্থটা চেখে দেখার জন্যে তোর ঠাকমার কাছে নিয়ে যা। এটা হচ্ছে নতুন, চমৎকার স্বাদের গঁদ যা আমাকে আবিষ্কারের জন্যে বলেছিল।
ঠিক আছে, দাদু!
মমম! এটাতে স্টবেরীর গন্ধ! ঠাম্মাকে এটা আমি পরে দেবো। আগে অন্য ভাবে এটা ব্যবহার করি!
এই যে, মহাশয়, এই পদার্থটা পরীক্ষা করে দেখুন। এটা সত্যিই আঠালো।
ওঃ, ধন্যবাদ, বাচ্চু!
হিঃ হিঃ! শুধু নজর রেখে দেখো কি ঘটে!
আরর! কুকুরটা দেওয়াল থেকে আমার সাঁটা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে খেয়ে নিচ্ছে!
হিঃ হিঃ!

বাহ্! আমার ইচ্ছে ছিলো মা আমার রুটিতে কিছুটা জ্যাম মাখিয়ে দেবে। শুধু মাখন দিয়ে আমি এটা খেতে পারিনা!
তাই বুঝি!

এই জিনিসটা একবার পরখ করে দেখ না, পুটা!

মমমমমম! চমৎকার! মমমম- মাফস্!

ওও! মমমমমমমমমম! মুখ সেঁটে গেছে! মমমম!
হিঃ হিঃ! স্টবেরী গঁদের মজা!

অ্যাই! আমার ছোট ভায়ের সঙ্গে রসিকতা করেছিস, তুই?
এই রে! আমি গঁদটা ফেলে দিয়েছি!

মরেছে! একগাদা পদার্থটার ওপর আমাকে ধাক্কা মেরে বসিয়ে দিলো!

ইরক! বোলতা আর মৌমাছিরাও মনে হচ্ছে স্টবেরীর গন্ধ পছন্দ করে-ওরে বাবা আমি এতে সেঁটে গেছি!

বাঁচাও! দাদুর গঁদ খুবই শক্তিশালী পদার্থ! আমার প্যান্টের কিছু অংশ পিছনে রেখে আসতে হয়েছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
তোর মুখে ওটা কি রে, খাঁদু? বাবল গাম?
মম্‌ম্‌!
হুঃ! কি সব বাব্‌লে! আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমি এর চেয়ে অনেক ভালো গাম বানাতে পারি। আমার ল্যাবোরেটরীতে আয়!
ফক্কাৎ
এই যে! প্রফেসর দাদুর স্পেশাল বাব্‌ল গাম। পরখ করে দ্যাখ্‌ খাঁদু।
তুমি ঠিক বলছো তো, দাদু?
এর স্বাদটা দেখছি বেশ ভালোই! দেখি যদি এটা বড়ো বাব্‌ল তৈরি করতে পারে!
মরেছে! এটা যে বিরাট বড়ো বাব্‌ল হয়ে গেলো!
দুড়ুম!
হুররর্‌রা! দাদুর তৈরি বাবল গাম দুর্দান্ত। আমি পার্কে গিয়ে এটা নিয়ে দারুণ মজা করবো!
একটা টুকরো আমি রেফারির হুইসেলে ঠেসে দিই...

ফাউল! আমি আমার হুইস্‌ল ফুঁকে দিচ্ছি!
হুঁক! এটা আবার কি? একটা বড়ো বাব্‌ল!

ও, রেফারি! এটা গোল হতে পারতো!

অ্যাই! আমার ট্রাম্পেটে তুমি কোরছোটা কি?
ওহ্! কিছু না!

বাবারে! একটা দৈত্যে বাব্‌ল!
বাঁচাও!
হিঃ হিঃ!

ঐ যে, ওটা যাচ্ছে! ঐ হতচ্ছাড়া ছেলেটাই ট্রাম্পেট ঘিরে গোলমাল পাকিয়েছে!
হিঃ হিঃ! আমি জানি কি করে পালাতে হবে!

কেমন হয়েছে? ইয়াঃ! তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না!
গরর!
এটা আবার কি? ঠুকরে দেখি!

উরফ্!
ফড়াম!

একি! আবার তুই ফিরে ওই দুবলা বাব্‌ল গাম ব্যবহার করছিস?
হতে পারে এটা দুবলা কিন্তু খুব নিরাপদ!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু

আমার নয়া আবিষ্কার দেখ, খাঁদু! অতি শক্তিশালি জেলীর বড়ি। এটা কোন চট্‌চটে অখাদ্য নয়!

দেখ! এই একটা জেলীর বড়ি দশ গ্যালন জলে তৈরীর জন্যে যথেষ্ট!

ম-ম-ম! দারুণ সুস্বাদু বটে দাদু! আমি এগুলো উদরে চালান করি! আমি এগুলো দিয়ে কিছু মজা করতে পারি?

আমার দোকানের কাঁচের জানালা এখন সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে। এখন আমি শেষ বারের মত জল দিয়ে ধুই!
এটা দেখা যাক!

আরগ্

ও, না! আবার আমাকে সবটা জলে দিয়ে ধুতে হবে!
যো-যো! চলে আয়। এখন আমরা একটা ভোজসভা দিতে যাচ্ছি।

কোথায় হবে ভোজসভা? তোর বাড়িতে?
না! ঠিক এখানে!

এই যে! সকলের জন্য র‍্যাস্‌পবেরী জেলি!
দারুণ, দারুণ!

হাঃ হাঃ! একেবারে টপে চড়ে জেলি খাচ্ছে!

অ্যাই! ঐ যে খাঁদা যে এইসব করেছে! ও আমার জানালাতেও জেলি ছিটিয়েছে!
এবার সরে পড়ার সময়!
এখানেও ঢুকে মজা করি!
ডাইভিং প্রতিযোগিতা
মরেছে! আর বাধা দেবার উপায় নেই!
হাঃ হাঃ! সাঁতারের পুকুরটাকে আমি একটা বিরাট জেলি বানিয়ে দিয়েছি!
উফ!
মনে হয় যারা আমাকে তাড়া করেছিলো ওদের আমি ছেড়ে ফেলে দিয়েছি!
উদ্যান
সর্বনাস! নৌকোটা ডুবে যাচ্ছে! লোকগুলোকে বাঁচাবার জন্যে আমি জেলির সব বড়িগুলোকে ছুড়ে ফেলি।
আপনাকে ধন্যবাদ! বেশ ভাল ভোজনে এটা আমি খরচ করবো!
ধন্যবাদ, খাঁদা! তুমি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়েছো! আমরা হেঁটে ডাঙায় আসতে পারলাম।
আমি ওদের স্পেশাল খাবার চাইতে কি এনেছে দেখো— র‍্যাসপবেরী জেলি!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

১৯৮৩ সালে সহসম্পাদিকা বেবী মজুমদার ও শুভ্রা রায়ের উদ্যোগে দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'ছোটোদের আসর' পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশ পায় 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'। এক-দেড় বছর পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে ওই সম্পাদিকাদ্বয় একই কমিক্স ১৯৮৪ সালে 'গোল্ডেন কমিক্স' থেকে প্রথম বই আকারে প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য পত্রিকা যথা 'সোনালী উৎসব' (১৯৯৫), 'তথ্যকেন্দ্র', 'সুখী গৃহকোণ' (জুন ২০০০), 'সোনার বাংলা' এবং 'সাদা মেঘের ভেলা' (২০০০), 'উজ্জ্বল উৎসব' প্রভৃতি গল্প সংকলনে ডানপিটে খাঁদু প্রকাশিত হয়— সুরজিৎ পাবলিকেশন থেকে ২০০৪ সালে প্রথম রঙিন আকারে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীকালে পাত্র'জ প্রকাশন থেকেও ডানপিটে খাঁদু প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত কমিক্স বইগুলিতে সব গল্পগুলি নারায়ণবাবুর ছিল না।

এই বইটি কেবলমাত্র শ্রীনারায়ণ দেবনাথের সমস্ত অঙ্কিত 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'-র মূল গল্প ও ছবিগুলিকে সংগ্রহ করে সাজানো হল।

প্রকাশক